মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PORIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ / পৌষ-মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর গোড়ান চটবাড়ি পাম্প হাউস পরিদর্শন

পরিদর্শন কালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম গোড়ান চটবাড়ি পাম্প হাউজ পরিদর্শন করেন। তাঁরা পাম্প হাউজের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয় ১৯৮৮ সালে বন্যা পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ১৩৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা বন্যামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে আব্দুল্লাহপুর রেলগেট হতে কেল্লার মোড় পর্যন্ত ৩০.২০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ৫৩টি ছোট-বড় পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (Dhaka Integrated Flood Protection Project-DIFPP) এর অধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যার কবল হতে ঢাকা শহরের পশ্চিমাঞ্চল রক্ষা পায়। বন্যার পানি সমতল যখন বেশী থাকে তখন Natural Drainage সম্ভব নয় বিষয়টি বিবেচনায় এনে JICA ও BUET কর্তৃক গৃহীত সমীক্ষা প্রতিবেদন (FAP-88) অনুযায়ী ঢাকা শহরের মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা এলাকার পানি বন্যাকালীন সময়ে পাম্পের মাধ্যমে নিষ্কাশন করার জন্য ৬৫.২০ m3/s ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পিং হাউজ ও ৬৭৬ একর পন্ডিং এরিয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে পানি পন্ডিং এরিয়ায় জমা হয় এবং এখান থেকে পাম্পের সাহায্যে তুরাগ নদীতে ফেলা হয়। বন্যার সময় তুরাগ নদীর পানি সমতল সর্বোচ্চ ৮.৩৫ মিটার (Recorded highest Water Level) পর্যন্ত যেতে পারে।তুরাগ নদীর পানির বিপদসীমা (Danger Level) ৫.৯৫ মিটার পিডব্লিউডি। ঢাকা শহরকে বন্যামুক্ত রাখার লক্ষ্যে পাম্পিং করার মাধ্যমে পন্ডিং এরিয়ার পানি সমতল ৩.৫০ মিটার রাখা হয়। ফলে শহরের ভেতর ও বাহিরের পানি সমতলের সর্বোচ্চ পার্থক্য ৪.৮৫ মিটার (প্রায় ১৬.০০ ফিট)। পাম্প হাউজ নির্মাণ না করা হলে মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা এলাকা বন্যার সময় পানিতে ডুবে যেত। শুধুমাত্র পাম্প হাউজের মাধ্যমেই এই বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত এবং জলাবদ্ধতামুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে। আশেপাশের এলাকা থেকে দূষিত পানি পন্ডিং এরিয়ায় ফেলা হয়। ফলে পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। এই পানি পাম্প করার ফলে তুরাগ নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। পানি পন্ডিং এরিয়ার সাথে সংযুক্ত শহরের অভ্যন্তরীণ খালগুলো ভরাট, দখল, ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে শহরের অভ্যন্তরের পানি সময়মতো পন্ডিং এরিয়ায় আসতে পারে না। ফলে অতিবৃষ্টি হলে স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পন্ডিং এরিয়া ভরাট হয়ে গভীরতা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ফলে উক্ত এরিয়ার পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। পন্ডিং এরিয়ার জমির কিছু অংশ স্বার্থান্বেষী মহল অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দু'পাশের অধিগ্রহণকৃত জমি বেদখল হচ্ছে। পন্ডিং এরিয়ার মাটি খননের মাধ্যমে পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, পানির গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এর ব্যবস্থা করা, পন্ডিং এরিয়ার চারপাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং এর উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার জনগণের যাতায়াত সহজ করা, পন্ডিং এরিয়ায় অবস্থিত দুইটি দ্বীপ Bird sanctuary/ conservatory হিসেবে সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতির উন্নয়ন এবং গোড়ানচটবাড়ী পন্ডিং এরিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যত্যয় না করে ঢাকাবাসীর জন্য সুস্থ বিনোদন কেন্দ্র তৈরী করা। প্রতিমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য শোনেন। তিনি বর্ষা মৌসুমের পূর্বে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ঢাকা শহরকে জলাবদ্ধতামুক্ত রাখার কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী অখিল কুমার বিশ্বাস, প্রকল্প পরিচালক ও ঢাকা পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল মতিন সরকারসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার দোহারের নারিশাবাজার ও নোয়াখালির সুবর্ণচরের ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাপাউবোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং ও বামতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

০১ অক্টোবর ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২২ মেয়াদে ১৪৮৩২৫.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটি গত ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রতিরোধ, বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা এবং ২৫ বর্গ কিঃমিঃ (২৫০০ হেক্টর) ভূমি পুনরুদ্ধার করাসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রেখে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মোহাম্মদ ইউসুফ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান, ই-ইন-সি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম জাহিদ হাসান, চট্টগ্রাম ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ও লেঃ কর্ণেল মোঃ সাদেক মাহমুদ, পিডি, অধিনায়ক ২৫ ইসিবি উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২০ মেয়াদে ৮৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি গত ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এলাকার প্রায় ১৬,১৯৪ হেক্টর জমি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি সাইক্লোন শেল্টার, ১টি ডেইরী ফার্ম ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা পাবে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি, মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, স্থানীয় সংসদ সদস্য (নোয়াখালী-৬) আয়েশা ফেরদাউস, মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম রেজাউল মজিদ, মহাপরিচালক, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ রোমিও নওরীন খান, প্রকল্প পরিচালক ও অধিনায়ক, ২০ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এর টাঙ্গাইল জেলার বাপাউবোর উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বামতীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী, বারপাখিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি এফসিডি এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে উপমন্ত্রীকে জানানো হয় টাঙ্গাইল পওর বিভাগ, পাউবো, টাঙ্গাইলের আওতাধীন দেলদুয়ার উপজেলায় অবস্থিত বাবুপুর-লাউহাটি এফসিডি প্রকল্পের অধীন ধলেশ্বরী নদীর বামতীর বরাবর নির্মিত হয়েছে। বাঁধের পাশেই ঘোনাপাড়া, গাছ-কুমুল্লী ও বারপাখিয়া গ্রামের অবস্থান। এখানে ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি হাফেজিয়া মাদ্রাসা, নয়াচর নামে একটি বড় বাজার, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসহ অনেক ফসলী জমি রয়েছে। বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্পের বাঁধটি বর্তমানে এলাসিন লাউহাটি বাজার পর্যন্ত যোগাযোগের একমাত্র পাকা রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত ব্রীজের ভাটিতে বর্ণিত প্রকল্পের বাঁধের কাছে ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাবুপুর লাউহাটি প্রকল্পের বাঁধসহ সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বর্ণিত এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ঘোনাপাড়া, গাছ-কুমুল্লী ও বারপাখিয়া এলাকা বন্যা ও নদী ভাঙ্গনমুক্ত করা ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কৃষি-অকৃষি জমি, ফসলাদি, জনসাধারণের ঘরবাড়ি ইত্যাদি রক্ষা পাবে। বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্পের বাঁধসহ বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি বন্যা ও নদী বাহিত বালির হাত হতে রক্ষা পাবে। নদী ভাঙ্গনের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব রহিত হবে। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উপমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে বক্তব্য শোনেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি প্রকল্পের কাজ বর্ষা মৌসুমের পূর্বে শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, ময়মনসিংহ পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ কে এম শফিকুল হক সহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে মনিটরিং, গবেষণা ও বিশ্লেষণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় উপস্থিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

৯ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ডিএইচআই এবং ডেল্টারেস এর যৌথ সহযোগিতায় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে মনিটরিং, গবেষণা ও বিশ্লেষণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মাহমুদুল ইসলাম।

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) খন্দকার খালেকুজ্জামান এবং কারিগরি পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) প্রকৌশলী কে, এম, আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী ও CEIP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান। কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Jan Adriaan Roelvink, Dr. Irina Overeem, Dr. Steve Goodbred প্রমুখ।

কর্মশালার কারিগরিপর্বে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ প্রাণবন্ত মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্যারামিটারগুলোকে বিবেচনায় রেখে উপকূলীয় বাঁধ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষা প্রকল্পে বর্তমানে উপকূলীয় বাঁধসমূহের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে ও কী করে বাঁধের অভ্যন্তরে বসবাসরতদের দুর্ভোগ দীর্ঘ মেয়াদে হ্রাস করা যায় কর্মশালায় সে বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা এর যোগদান

প্রকৌশলী এ,এম, আমিনুল হক

প্রকৌশলী **এ,এম, আমিনুল হক** গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেন। এ পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডের প্রধান পরিকল্পনার দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯১ সালে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (এআইটি), ব্যাংকক, থাইল্যান্ড থেকে এম,এসসি (হাইড্রোলিক এন্ড কোস্টাল) ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের পানি বিজ্ঞান, নকশা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এফআরই আরএমআইপি (FRERMIP) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকুরিকালীন তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, নেদারল্যান্ডস , অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, চীন ও থাইল্যান্ডে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । তিনি ১৯৬২ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

হাওর এলাকার বাঁধ রক্ষার্থে নতুন আইডিয়া "Tube in Embankment"

প্রকৌশলী মোঃ তাওহীদুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
হবিগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, হবিগঞ্জ।

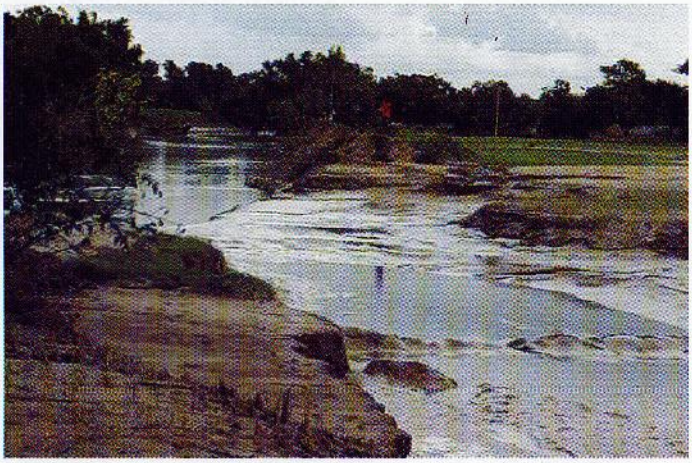

ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ লীলাভূমি এবং সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (র) এর অনুসারী সৈয়দ নাছির উদ্দিন (র) এর পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত কুশিয়ারা, খোয়াই, করাঙ্গী, সুতাং, বিজনা, রত্না, শুটকি, ঝিংড়ী, ভেরামোহনা, বরাক প্রভৃতি নদী বিধৌত হবিগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক জনপদের নাম। হবিগঞ্জ জেলার সর্বমোট আয়তন ২৬৩৬.৫৮ বর্গ কিঃমিঃ বা ১০১৭.৯৯ বর্গ মাইল। জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অসমতল ভূমি সদৃশ অর্থাৎ পাহাড়-টিলা ঘেরা হাওর, বিল এবং ছরা, নদী-খালে পরিপূর্ণ বন্ধুর শ্রেণীর হওয়ায় আবাদযোগ্য সমতল ভূমির পরিমান মাত্র ১,৫৪,৯৫৩ হেক্টর, যা জেলার মোট আয়তনের ৬০.২২%। হবিগঞ্জ জেলায় মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমান সীমিত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে স্বল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি উৎপাদিত ফসল যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে পদক্ষেপ গ্রহণও অত্যন্ত জরুরী।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যেই হবিগঞ্জ জেলায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ যথাঃ আকস্মিক বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন মোকাবেলায় বিশেষতঃ সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সীমান্ত নদী ভাঙ্গন হতে হবিগঞ্জ জেলার তথা দেশের ভূ-খন্ড রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ কর্তৃক ৪৬২.৩০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৫০ কিমিঃ ডুবন্ত বাঁধ। কিন্তু প্রতি বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং প্রতি বছর মেরামত করতে হয়। ফলে হাওর এলাকার বোরো ফসল রক্ষার্থে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ডুবন্ত বাঁধ রক্ষার্থে স্বল্প খরচে তেমন কোন টেকসই পদ্ধতি না থাকায় একই স্থানে প্রতিবছর বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং মেরামত করতে হয়। হবিগঞ্জ তথা সিলেট এলাকায় মাটিতে বালুর পরিমান বেশি হওয়ায় নতুন নির্মিত ডুবন্ত বাঁধ এর স্থায়ীত্ব তেমন হয়না। ফলে আগাম বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে ফসল হানির সম্ভাবনা থাকে। বাঁধের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প খরচে হবিগঞ্জ পওর বিভাগের আওতায় নতুন একটি আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই আইডিয়া মোতাবেক পাইলট প্রকল্প হিসেবে হবিগঞ্জ জেলাস্থ মাধবপুর উপজেলার কোটানিয়া এলাকায় একটি বাঁধও নির্মাণ করা হয়েছে এবং সুফলও পাওয়া গেছে। বর্ণিত স্থানের মাটিতে বালুর পরিমান বেশি থাকায় প্রতি বছর বাঁধ ভেঙ্গে যেত। অনেক সময় একই বছরে একাধিকবার বাঁধ ভেঙ্গে যেত। কিন্তু নতুন আইডিয়া মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ করায় বাঁধের স্থায়ীত্ব অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকার কৃষকদের মাঝে নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন টেকনিক ব্যবহার করে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে ইতোমধ্যে একটি পাহাড়ি বন্যা অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও বাঁধ অক্ষুন্ন রয়েছে।

নির্মিত বেড়িবাঁধ

নতুন এই আইডিয়ার শিরোনাম দেয়া হয়েছে "Tube in Embankment"। অর্থাৎ বাঁধের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিকল্পে বাঁধের ভিতরে বালুভর্তি জিওটিউব স্থাপন করা এবং জিও টিউবের ওপর মাটির আবরণ দিয়ে বাঁধের সেকশন তৈরী করা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এডিপি সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এর সভাপতিত্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী, সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনায় 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২); বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঢাকা জোনের আওতায় ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ, নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত), কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত), নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ,'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন), 'জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্প, রাজশাহী জোনের আওতায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প,'সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন' শীর্ষক প্রকল্প,ফরিদপুর জোনের আওতায় রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)' শীর্ষক প্রকল্প, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল জোনের আওতায় বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর উপর ক্রসড্যাম নির্মাণ, কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্প, রংপুর জোনের আওতায় যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্প, খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্প, ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, কুমার নদ পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্প, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প স্থান পায়।

সভায় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণসহ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এর সুনামগঞ্জ জেলার বাপাউবোর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন

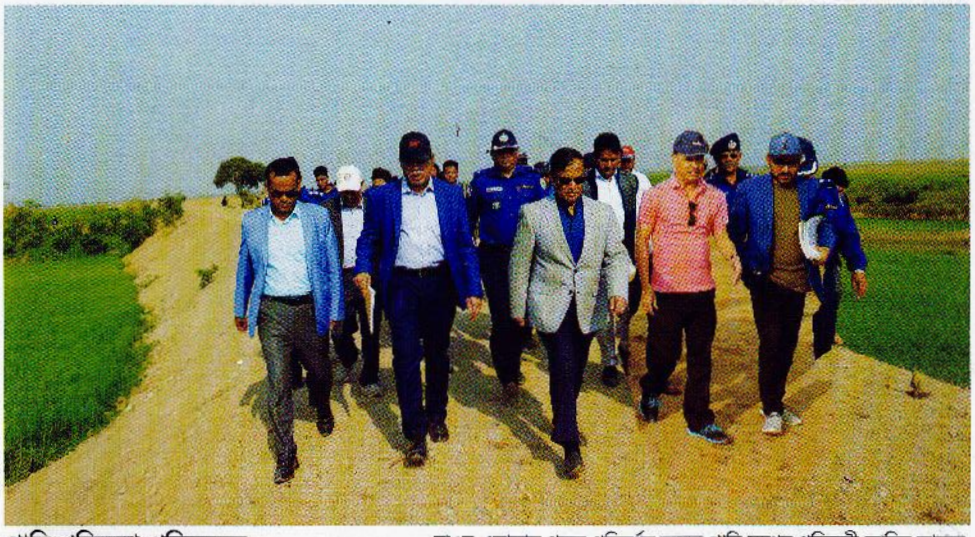

হাওর এলাকায় প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন হাওরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ি বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয়, বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জে ষাটের দশক হতে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৭টি হাওর সহ অন্যান্য হাওর উপ-প্রকল্পের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করেছে। হাওরে মৎস চাষ, নৌচলাচল ও বন্যার প্রকোপ কমানোর লক্ষ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সব বাঁধ নির্মাণ করা হয়। প্রতিবছর বর্ষাকালে এই সব বাঁধ প্রায় ৬ থেকে ৭ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে। বোরো ফসল উঠার পর বর্ষার আগমনে হাওরে পানি প্রবেশকালে এবং বর্ষা শেষে পানি বের হওয়ার সময়ে প্রতিবছরই ডুবন্ত বাঁধ বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিবছর বর্ষা শেষে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলো মেরামত করা হয় এবং পরবর্তী বোরো ফসল রক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ আগাম বন্যার কারণে বোরো ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে উক্ত সময়কালে খাদ্য উৎপাদনে দেশে অনেকটা ঘাটতি দেখা দেয়। জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি এর উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর ফলে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পানি সম্পদ খাতে সুনামগঞ্জ জেলায় আগাম বন্যার হাত হতে বোরো ফসল রক্ষার জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণসহ যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালের আগাম বন্যার কারণে ফসলহানি জন্য হাওর এলাকায় বোরো ফসল রক্ষার জন্য ডুবন্ত বাঁধ মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য কাবিটা/কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সে আলোকে সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা -২০১৭ প্রণীত হয়। এ নীতিমালায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কাবিটার আওতায় হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। কাবিটার সকল আর্থিক কর্মকান্ড উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে শাখা কর্মকর্তার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাছাড়া সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুত, পিআইসি গঠন ও বাস্তবায়ন কাবিটা উপজেলা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ নীতিমালার আওতায় ৯৬৫টি পিআইসির মাধ্যমে হাওরের প্রায় ১৩৫০ কিমি দৈর্ঘ্য ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/ পুনঃনির্মাণ করা হয়।

উল্লিখিত কারণে সুনামগঞ্জ জেলায় বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধসমূহের মেরামত কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাওর হতে পানি নেমে যাওয়ার পর সুনামগঞ্জ জেলায় (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) প্রায় ১৪৯০ কিমি বাঁধের জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। জরিপ কাজ শেষে সংশোধিত কাবিটা নীতিমালার আওতায় ৪৫০.১৮৪ কিমি দৈর্ঘ্যে ৫৭২টি প্রকল্প কাজ শুরুর পর যথাযথভাবে কাজ বাস্তবায়নের জন্য জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটির পাশাপাশি ইউনিয়ন কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত মনিটরিং কমিটি মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকিসহ যথাযথভাবে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় ডুবন্ত বাঁধের মেরামত কাজ করেছে।

এই জেলায় এবার ৪২টি হাওরে ৫৭২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ হচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলায় বাঁধের কাজ গড়ে ৯৭ ভাগ শেষ হয়েছে। বাঁধের কাজের এই অগ্রগতিকে হাওর এলাকার অন্য জেলাগুলোর কর্তৃপক্ষের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। বন্যার শঙ্কা রোধ এবং বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন - উভয় ক্ষেত্রেই চিরকালীন অকর্মণ্যতা দেখে দেশবাসী যখন হতাশ, তখন সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও পাউবোর এই তৎপরতা দেশবাসীর মনে আশা যোগাবে।"

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী নিজামুল হক ভুইয়া সিলেট পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মশিউর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এর ডিএনডি প্রকল্প পরিদর্শন

ডিএনডি প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও এ কে এম এনামুল হক শামীম ডিএনডি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয়,জাতীয়ভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজর্নের উদ্দেশ্যে ১৯৬২-৬৮ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ডিএনডি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। মূল প্রকল্প অনুযায়ী ঢাকা- নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) রোডের অভ্যন্তরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয় এবং ঢাকা-ডেমরা রোডের উত্তরে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। ক্রমাগত নগরায়নের ফলে ডিএনডি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে থাকে। কৃষি জমি অপসারণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাল ও ড্রেন অবৈধভাবে দখল হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ভয়াবহ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য DDC-CEGIS-RRI -এর যৌথ সমীক্ষার আলোকে "ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিএনডি প্রকল্প এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের ফলে অতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর জনবহুল এলাকার জনগণের স্বাভাবিক জীবনমান নিশ্চিতকরণসহ সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে ডিএনডি এলাকার প্রায় বিশ লক্ষ মানুষের জলাবদ্ধতার দূর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ডেলিগেটেড পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য শিমরাইল পাম্পিং স্টেশন, আদমজী নগর পাম্পিং স্টেশন, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ এবং আরসিসি কালভার্ট এর কাজ চলমান আছে।

প্রতিমন্ত্রী ধৈর্য সহকারে সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য শোনেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি প্রকল্পের কাজ বর্ষা মৌসুমের পূর্বে শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান ও কেন্দ্রিয় অঞ্চলের প্রধান প্রকোশলী অখিল কুমার বিশ্বাস, ঢাকা পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল মতিন সরকারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : এ, কে,এম নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd